সংখ্যালঘুবিষয়কমন্ত্রক

সংখ্যালঘু মহিলাদের নেতৃত্বদান ক্ষমতার বিকাশ

Posted On: 29 DEC 2017 11:46AM by PIB Kolkata

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক ‘ নয়ী রোশনি ’ নামক সংখ্যালঘু মহিলাদের নেতৃত্বদান ক্ষমতা বিকাশের একটি প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছয়টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, মুসলমান, খ্রীষ্ট, শিখ, বৌদ্ধ,জৈন ও পারসি মহিলাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনার এবং ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধাভোগের রীতিনীতি ওপদ্ধতির বিষয়ে তাদের অবগত করা এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা। দেশ জুড়েবহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে ‘ নয়ী রোশনি ’ প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়। ২০১৫-১৬ থেকে কাজের স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য অনলাইন আবেদন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা(ওএএমএস)-র মাধ্যমে অনলাইনে প্রস্তাব গ্রহন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায়, বাছাই-করা প্রতিষ্ঠানগুলি মহিলাদের এক সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণ দেয় এবং তার পরবর্তী এক বছর তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তাও প্রদান করা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নানা বিষয়বস্তুর ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যেমন, সিদ্ধান্ত-গ্রহণে মহিলাদের অংশ নেওয়ার ভিত্তিতে নেতৃত্বদান, মহিলাদের জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি,মহিলাদের আইনি অধিকার, আর্থিক বিষয়ে সাক্ষরতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, স্বচ্ছ ভারত,জীবনযাপনের নানা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন এবং সামাজিক ও স্বভাবগত পরিবর্তন আনার বিষয়েসচেতন করা। প্রকল্প শুরুর সময় থেকে দেশজুড়ে ২৭টি রাজ্যে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। এর জন্য ৬৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০১৭-১৮-তে প্রকল্প রূপায়নকারী সংস্থা হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য অনলাইনে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন জমা পড়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের ওয়েবসাইট www.minorityaffairs.gov.in -এ প্রকল্পের তথ্য সবিস্তারে রয়েছে।

মহিলাদের আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে ২০১৭-২০ সময়কালে প্রকল্প রূপায়ণের নীতি-নির্দেশিকায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেইসব মহিলাদের চিহ্নিত করতে বলাহয়েছে যারা প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পরেও আরও দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী, যাতে তাদেরকে প্রশিক্ষণ অর্জনের পরবর্তী একবছর সময়কালের মধ্যে অন্য কোন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। এরফলে, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী এক বছরের সময়কালে তাঁরা স্ব-রোজ গারবা কুটির শিল্পের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ পাবেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শারীরিকভাবে অক্ষম সংখ্যালঘু মহিলাদের চিহ্নিত করতে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাঁদেরকেও দক্ষতা অর্জনের বা রোজগারের মাধ্যমে সংসারের আয় বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১৭-১৮-তে ‘ নয়ী রোশনি ’ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১৫কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

‘ নয়ী রোশনি ’ প্রকল্পে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মহিলাদের মিলিয়ে-মিশিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে বলা হয়েছে। প্রকল্প রূপায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এও বলা হয়েছে যাতে প্রশিক্ষণগুলিতে তপশিলী ও অন্যান্য অনগ্রসরশ্রেণীর এবং বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলাদের প্রতিনিধিত্বও থাকে।

আজ লোকসভায় প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মুখতার আব্বাস নকভি।

(Release ID: 1514572) Visitor Counter : 6